দর্শনায় নাশকতাসহ ১০ মামলার আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে নাশকতাসহ একাধিক মামলার আসামি রাশেদুজ্জামান রাশেদকে (৩৩) গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত রাশেদ দর্শনা পৌরসভার বড় মসজিদপাড়ার মাদক ব্যবসায়ী সানিরুলের ছেলে। মঙ্গলবার (৫ এপ্রিল) ভোরে দর্শনা থানা পুলিশ তার নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, রাশেদ দর্শনা এলাকায় কুখ্যাত সন্ত্রাসী ও মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। এলাকাবাসী তার ভয়ে সবসময় আতঙ্কিত থাকেন। তার বিরুদ্ধে পূর্বে বিভিন্ন সময়ে মাদক, নাশকতাসহ প্রায় ৮ থেকে ১০টি মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারের পর তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বোনের মামলায় তিন ভাই কারাগারে

মায়ের সম্পত্তি বোনদের নাদিয়ে জাল করে নিজেদের নামে রেজিস্ট্রি করে নেওয়ায় বোনের মামলায় কারাগারে গেলেন ৩ ভাই। আরেক ভাই ইংল্যাণ্ডে পলাতক রয়েছেন।

গতকাল গাংনী আমলী আদালতে হাজির হয়ে দুই ভাই জামিন চাইলে বিচারক নাসিম উদ্দিন ফারাজি তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন। এক ভাই রবিবার রাতে পুলিশের হাতে আটক হন। ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়া গ্রামে।

তিন ভাই হলেন, গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মৃত সামুসজ্জোহা বিশ্বাসের ছেলে সামসুল ইসলাম খোকন, ইমদাদুল হক ও হেলাল। মামলা বাদি তাদের

বোন আখতার বানু। মামলা নম্বর-১১৩৫/২০২৪।

বাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার আরজিতে বাদির অভিযোগ, আসামিরা বাদীনির আপন সহদোর ভাই। মৃত মজিরা খাতুন বাদীনি বিবাদীদের মা হইতেছে। তাদের মা গত ইং ০৪/০৫/২০২৩ তারিখে মৃত্যু বরণ করেন। তাদের মা মারা যাওয়ার পর বাদীনি ও বিবাদীগন ওয়ারিশ থাকেন। ওয়ারিশ সনদপত্র অনুযায়ী বিবাদীরা ৪ ভাই ও বাদীনিরা তিন বোন বাদীনি নিজেসহ মোছাঃ মোমেনা খাতুন, মোহাঃ আরিফা খাতুন। তারা সকলে বিবাহিত।

প্রত্যেকের স্বামী, সন্তান ও সংসার রহিয়াছে। বাদীনির মা জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় আসামিরা গত ২০০৪ সালেল ১ এপ্রিল ২৭৭৫ নং হেবা দলিল মূলে রেজিঃ করিয়া দিয়া নিঃস্বত্ববান হন। বাদীনির মা হেবা দলিল মুলে নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি পাওয়ার পর স্বত্ব দখল থাকাবস্থায় গত ২০২৩ সালের ৬ মে মৃত্যুবরণ করিলে আমরা ৩ বোন ও আসামীরা ওয়ারিশ থাকে। মা মৃত্যুর পর বাদীনির ৩ বোন নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির ওয়ারিশ সুত্রে নালিশী জমি ১২ শতক জমির অংশ থাকে। বিবাদীরা বোনদের ন্যায্য অধিকার হইতে বা তাদের ৩ বোন এর অংশ ফাঁকি দেওয়ার জন্য প্রতারনা ও আত্মসাৎ করিবার কু-মতলবে বোনদের অংশ না দেখাইয়া তাহা সংশ্লিষ্ট রেজিঃ অফিসের কর্মচারী কর্মকর্তাকে গোপন করিয়া সম্পূর্ণরুপে জালিয়াতির মাধ্যমে আসামিরা যোগসাজস মূলে ভুল বুঝাইয়া বিবাদীরা ৪ ভাই একে অপরকে ৪ খানা ভুয়া দলিল সৃষ্টি করিয়া সমম্পূর্ণরূপে তঞ্চকি মুলে রেজিঃ করিয়া নিয়ে উল্লেখিত বাদীনি সহ ৩ বোনের প্রাপ্য ১২ শতক জমি জবর দখল করে এবং ৪ খানা ভুয়া দলিল কাথুলি ভূমি অফিসে দাখিল করিয়া নামজারি করে নেয়। বিষয়টি অবগত হওয়ার পর গাংনী সাব-রেজিঃ অফিস হইতে কপি উত্তোলন করিয়া নাম জারি কেসে আপত্তি জানাইলে বিবাদীরা বোনদের আপন ভাই হওয়ায় তাহারা আপোষে তাদের হিস্যা মতো নিম্নে তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি ফেরত দিতে চাহিয়া ফেরৎ না দিয়ে ঘুরাইতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তারা ফেরত দেবে না বলে জানিয়ে দেয়।

এদিকে, আদালতের নির্দেশে কুষ্টিয়া পিবিআই মামলাটি তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনের পিবিআই বলেন যে, বাদীনি আখতার বানুর বাবার পরিবারে ৪ ভাই (বিবাদী) ও ৩ বোন। বর্তমানে সবাই বিবাহিত, তাদের পৃথক-পৃথক সংসার আছে। ৩ বোনের মধ্যে মেঝো বোন আরিফা খাতুন ২০২৪ সালে মৃত্যু বরণ করেছে।

নালিশী জমি রেকর্ডীয় মালিক ও তার ওয়ারিশদের মধ্যে সুষম বন্টনের নিমিত্তে ০১.০৪.২০০৪ খ্রি. তারিখে ২৭৭৫ নম্বর পারিবারিক বন্টন দলিলের মাধ্যমে তাদের বর্ণিত তফসিলের জমি বন্টন দলিল সম্পাদিত হয়। উক্ত দলিল মুলে বাদীনির মা মোজিরা খাতুন, স্বামী- শামসুজ্জোহা বিশ্বাস ২নং গাড়াবাড়িয়া মৌজার ৩১৪ নম্বর খতিয়ান ভুক্ত ৬০৮ নম্বর দাগের শ্রেণি ধানী ০.৭৪০০ একরের মধ্যে ০.৬৬০০ একর জমির মালিকানা অর্জন করেন। অবশিষ্ট ০.০৮০০ (৮শতক) একর জমি শামসুল আলম প্রাপ্ত হন। ইসলামী উত্তরাধিকার আইন (ফারায়েজ) মোতাবেক বাদীনির মা মোজিরা খাতুনের ০.৬৬০০ (৬৬ শতক) একর জমির ন্যায্য হিস্যা মোতাবেক প্রত্যেক ভাই চার জনে ১২ শতক করে মোট ৪৮ শতক এবং প্রত্যেক বোন ৬ শতক করে তিন বোন মোট ১৮ শতক জমি পাবে।

প্রতিবেদনে পিবিআই উল্লেখ করেন, আসামিরা দন্ডবিধির ৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৪০৬/৪২০/৫০৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

অপরদিকে, মেহেরপুর পৌর ভূমি কর্মকর্তা পৃথক প্রতিবেদনে আসামিদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

আদালতের বিচারক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে গত ২৭ এপ্রিল আসামি আপন চার ভাইয়ের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

গত ৩মে রবিবার পুলিশ সামসুল ইসলাম খোকনকে আটক করে। গতকাল বুধবার সামসুল আলমের অপর দুই ভাই ইমদাদুল হক ও হেলালখান সহ তিনজন জামিন আবেদন করলে আদালত তাদের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মামলায় বাদি পক্ষে অ্যাড. কামরুল হাসান এবং আসামী পক্ষে রফিকুল ইসলাম, পল্লব ভট্টাচার্য, মারুফ আহমেদ বিজন, মোখলেসুর রহমান স্বপন আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মেহেরপুরে শিশু ধর্ষণ মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে শিশু ধর্ষণ মামলায় দাউদ আলী (৪৪) নামের এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত।

রবিবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক মো: তাজুল ইসলাম এ রায় দেন। দাউদ আলী মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়া এলাকার কাসেদ আলীর ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালের ১৯ জুন মেহেরপুর শহরের তাঁতীপাড়া এলাকার ১১ বছর বয়সী শিশু রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষে বাসার বাইরের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। ওই সময় অভিযুক্ত দাউদ আলী তাকে বিভিন্ন রকম প্রলোভন দেখিয়ে তার বাসায় নিয়ে যায় এবং একটি কক্ষে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। পরে তাকে বাসার মানুষজন অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরের দিন সকালে অভিযুক্তের বাড়ি থেকে অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে।

এই ঘটনায় তার পিতা বাদী হয়ে মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন।

মেহেরপুর জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন বলেন, শিশু ধর্ষণের ঘটনায় আদালতে একটি মামলা হয়। আদালত ১১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করে। শিশুর ২২ ধারা জবানবন্দিতে শিশুটি সীকারোক্তি দেয় এবং জোরপূর্বক ধর্ষণের বিবরণ দেয়।

তিনি আরও বলেন, আসামি নিজেও ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিতে সীকার করেছে যে সে ওই শিশুকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেছে। আদালত সাক্ষীদের সাক্ষ্য, ১৬৪ ধারা এবং শিশুর ২২ ধারা জবানবন্দি পর্যালোচনা করে দাউদ আলী দোষী প্রমাণিত হওয়ায় এই রায় দেন।

আসামিপক্ষের আইনজীবী হিসেবে পল্লব ভট্টাচার্য, কামরুল হাসান, গোলাম মোস্তফা দায়িত্ব পালন করেন।

গাংনীতে শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলার পলাতক আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলার পলাতক আসামি শাকিল আহমেদ (২৮) কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শাকিল আহমেদ গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের বাগানপাড়া এলাকার মইদুল ইসলােমের ছেলে।

গাংনীর বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের একটি টিম শনিবার (০২ মে) বেলা ১১টার দিকে রামনগর বাজারে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে।

শাকিলের বিরুদ্ধে চতুর্থ শ্রেণির এক মাদ্রাসা শিক্ষর্থীকে অপহরণ ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে মামলা রয়েছে।

এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন বামন্দী পুলিশ কযাম্প ইনচার্জ পুলিশের উপ-পরিদর্শক শযামা পদ।

ওই ছাত্রী গত ২ এপ্রিল সকালে মাদ্রাসাতে কোরআন পড়তে যাচ্ছিল। পথের মধ্যে তাকে জোর করে মুখ চেপে ধরে নিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি গোরস্থানের মধ্যে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় শাকিল।

এসময় ওই শিশুটির চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে আসলে সে পালিয়ে যায়।

এঘটনায় শিশুটির মা বাদী হয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৩০ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।
মামলার পর থেকেই পলাতক ছিলেন শাকিল আহমেদ।

গাংনী থানার তদন্ত অফিসার আল মামুন এই তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন গ্রেপ্তর শাকিলকে দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পীর হত্যা মামলার আরো এক আসামি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নে কথিত পীর আব্দুর রহমান ওরফে শামীম জাহাঙ্গীর (৫৭) হত্যা মামলার আরো এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে রাজশাহীর গোদাগাড়ী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কুষ্টিয়া সিপিসি-১, র্যাব-১২ কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম রাজীব মিস্ত্রি। তিনি মামলার এজাহারভুক্ত ৩ নম্বর আসামি। ফিলিপনগর ইউনিয়নের পশ্চিম দক্ষিণ গ্রামের বাসিন্দা গাজী মিস্ত্রির ছেলে রাজীব।

বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে র্যাব-১২, সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ও র্যাব-৫ সদর কোম্পানির যৌথ অভিযান চালিয়ে রাজীব মিস্ত্রিকে রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানাধীন থানা রোড নাসিম হেয়ার ড্রেসারের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে। তিনি মামলার ৩ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।

এর আগে এই হত্যা মামলায় রবিবার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিম ফিলিপনগর গ্রামের বাসিন্দা বিপ্লব হোসেন (২৬), আলিফ ইসলাম (২৩) ও সোমবার রাতে ইসলামপুর গ্রামের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আলমগীর হোসেনকে (১৬) গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গত ১১ এপ্রিল দুপুর আড়াইটার দিকে ইসলাম ধর্ম বিকৃতির অভিযোগে দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নে শামীম জাহাঙ্গীর নামে এক পীরের আস্তানায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও মূল্যবান সামগ্রী লুটপাট করে বিক্ষুব্ধ লোকজন। এ সময় পীর শামীম জাহাঙ্গীর ও তার অনুসারীদের মারধর করেন তারা। পরে শামীম জাহাঙ্গীরকে আহত অবস্থায় দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ঘটনার পরদিন দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কড়া পুলিশ পাহারায় ফিলিপনগর এলাকার পশ্চিম-দক্ষিণ কবরস্থানে শামীম জাহাঙ্গীরের দাফন সম্পন্ন হয়।

গত ১৩ এপ্রিল রাতে দৌলতপুর থানায় নিহত শামীম জাহাঙ্গীরের বড় ভাই অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক ফজলুর রহমান বাদী হয়ে চারজনের নাম উল্লেখ ও ১৮০ থেকে ২০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সদর ও আলমডাঙ্গায় ডিএনসির অভিযানে ৮ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর ও আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) অভিযান চালিয়ে ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে।

বুধবার পরিচালিত এ অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামের মোঃ বিশারত আলী (৩৮) ও নওদাবন্ডবিল গ্রামের মোঃ কলম (৫০) মাদক সেবনের অপরাধে প্রত্যেকে ১ মাসের কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা করে জরিমানা পান।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার গোহাট সংলগ্ন ফকিরপাড়ার মোঃ নুর আলমের (৩২) কাছ থেকে ১ পিস ইয়াবা উদ্ধার হওয়ায় তাকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ৩ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

গোপীনাথপুর গ্রামের মোঃ ফিরোজের (৩০) কাছ থেকে ৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার হওয়ায় তাকে ১ বছরের কারাদণ্ড ও ৩ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

বলরামপুর গ্রামের মোঃ সোহাগ হোসেনের (৩৩) কাছ থেকে ২ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট এবং মোহাম্মদপুর গ্রামের মোঃ সোহাগ ইসলামের (২১)কাছ থেকে ১ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার হওয়ায়

উভয়কে একই সাজা প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পামপাড়া স্কুলপাড়ার মোঃ আশাদুল হকের
(৫০) কাছ থেকে ১ পিস বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার হওয়ায় তাকে ৩ মাসের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

একই উপজেলার সুমিরদিয়া কলোনিপাড়ার মোঃ তুহিনের (২৫) কাছ থেকে ৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হওয়ায় তাকে ৭ দিনের কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আব্দুল্লাহ আল শামীম ও এস এম আশিস মোমতাজ।

অভিযান শেষে তারা জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং সমাজ থেকে মাদক নির্মূলে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

আদালতের নির্দেশে আলমডাঙ্গার চার ইউপি চেয়ারম্যান স্বপদে পুনর্বহাল

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার চারটি ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাতিল করে নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের স্বপদে পুনর্বহাল করা হয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়।

গত ২২ এপ্রিল জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহারের স্বাক্ষরিত এক পরিপত্রে বিষয়টি জানানো হয়। পুনর্বহাল হওয়া চেয়ারম্যানরা হলেন চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের হাসানুজ্জামান সরোয়ার, খাদেমপুর ইউনিয়ন পরিষদের মোজাহিদুর রহমান জোয়াদ্দার, ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের তরিকুল ইসলাম এবং খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের তাফসির আহম্মেদ মল্লিক লাল।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট রিটের প্রেক্ষিতে

হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বে জারি করা প্রশাসক নিয়োগের প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হয়েছে।

এর আগে চেয়ারম্যানদের অনুপস্থিতির কারণে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম সচল রাখতে ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এক আদেশে চারটি ইউনিয়নে প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং আইসিটি কর্মকর্তাকে যথাক্রমে ডাউকি, খাদেমপুর, চিৎলা ও খাসকররা ইউনিয়নে পূর্ণ আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

পরে এ আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ চেয়ারম্যানরা হাইকোর্ট বিভাগে পৃথক রিট পিটিশন দায়ের করেন। শুনানি শেষে ২০২৬ সালের ১২ মার্চ আদালত ওই আদেশের কার্যকারিতা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেন এবং চেয়ারম্যানদের স্বপদে বহাল রেখে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেন।

পুনর্বহালের পর চেয়ারম্যানরা বলেন, আদালতের নির্দেশনার প্রতি সম্মান জানিয়ে তারা দায়িত্ব পালন করবেন এবং জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকবেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার বলেন, আদালতের নির্দেশনা এবং বিভাগীয় কমিশনারের তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চেয়ারম্যানদের পুনর্বহালের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় রানা আহমেদ (২৬) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মো.

গোলাম কবির এ রায় ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। মামলার অপর দুই আসামি সাইফুল ইসলাম ও রুহুল আমিনকে খালাস প্রদান করা হয়েছে।

দণ্ডিত রানা আহমেদ মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান হাওড়াপাড়া গ্রামের হামিদুল হকের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২০ সালের ২৯ এপ্রিল রাত দেড়টার দিকে গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা সেন্টারবাজার এলাকায় একটি ড্রাম ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ৬৩৯ বোতল ফেন্সিডিলসহ রানা আহমেদকে আটক করে পুলিশ। এ সময় ট্রাক থেকে অপর দুই আসামি সাইফুল ইসলাম ও রুহুল আমিন পালিয়ে যায়।

পরদিন তিনজনকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলার প্রাথমিক তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা গাংনী থানার এসআই আব্দুল হক আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

মামলার নথিপত্র পর্যবেক্ষণ, শুনানি ও সাক্ষ্যপ্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত রানা আহমেদকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দেন। একইসঙ্গে অপর দুই আসামিকে খালাস প্রদান করা হয়।মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম এবং আসামিপক্ষে রানা আহমেদের পক্ষে অ্যাডভোকেট কে এম নুরুল হাসান রঞ্জু, সাইফুল ইসলামের পক্ষে অ্যাডভোকেট এস এম আমানুল্লাহ আল আমান ও রুহুল আমিনের পক্ষে অ্যাডভোকেট আতাউল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মেহেরপুরে চোরাচালান ও মাদকবিরোধী অভিযান, জেল-

জরিমানা

মেহেরপুরে চোরাচালান ও মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করেছে জেলা প্রশাসন। শনিবার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ, আনসার বাহিনী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানটি সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন, পাসপোর্ট অফিসের সামনে, কলেজ মোড়, গোরস্থানপাড়া এবং শ্যামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় চালানো হয়।

অভিযানকালে বিভিন্ন স্থানে যানবাহন তল্লাশি করা হয়। সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ লঙ্ঘনের দায়ে দুইজন চালককে মোট ২ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এছাড়া গোরস্থানপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তিকে মাদক সেবনরত অবস্থায় আটক করা হয়। পরে তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারা অনুযায়ী ১০০ টাকা অর্থদণ্ড এবং ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

অভিযান শেষে শ্যামপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রামনগর গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এসময় বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর ৭ক(ঙ) উপধারা লঙ্ঘনের অপরাধে একজনকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে প্রতারণার অভিযোগ রুবেল-ইমা দম্পত্তির বিরুদ্ধে

মামলা

মেহেরপুরে ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগ আদালতের তানিশা ইয়াসমিন ইমা ও তার স্বামী রুবেল শেখের বিরুদ্ধে মামলা করেছে নারী উদ্যোক্তা রেহেনা খাতুন।

গত ১৫ এপ্রিল রেহেনা খাতুন মেহেরপুর সদর আমলী আদালতে হাজির হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। যারমামলা নম্বর-৩৭৩/২০২৬। মামলাটি আমলে নিয়ে আগামী ৬ জুলাই আসামিদের আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করেছেন বিচারক।

আসামি মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার রুবেল সেখ ও তার স্ত্রী তানিশা ইয়াসমিন।

মামলার এজাহারে বাদির অভিযোগ, আসামীদের ব্যবসার জন্য টাকার প্রয়োজন হলে আসামীরা আমার নিকট টাকা কর্জ (ঋণ) চাইলে সরল বিশ্বাসে টাকা দিতে রাজী হলে আসামীরা সাক্ষীদের সম্মুখে আমার নিকট হইতে গত ০৯/১১/২০২৫ তারিখে নগদ ৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা গ্রহণ করে । এবং ৯০ দিনের মধ্যে টাকা পরিশোধ করবে বলে তিনশ টাকা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিনামা সম্পাদক করে দেয়। টাকা পরিশোধের জন্য ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক মেহেরপুর শাখার ৪ লাখ ২৫ হাজার একটি চেক প্রদান করে। যার চেক নং- FSIB MSO D-৬৪৫৩৭৮৬, হিসাব নং- 021912200007019। ৯০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর চেক নগদায়নের জন্য বাংকে জমা দিলে ব্যাংক থেকে বলা হয় হিসাবে কোন টাকা নেই এবং যার নামে চেক হিসাবও তার নামে বলে ব্যাংক ফিরিয়ে দেয়। তখন আমি আসামীদের সাথে যোগাযোগ করলে আসামীরা বিভিন্ন ছলচাতুরী করে আজকাল করে ঘুরাইয়া নিয়া বেড়াইতে থাকে। অবশেষে ঘটনার তারিখে সাক্ষীদের নিয়ে আসামীদের বাড়ী গিয়ে পাওনাকৃত টাকা চাইতে গেলে আসামীরা ক্ষিপ্ত হইয়া বলে তোমার টাকা দিবনা যা পার করে নিও। এবং বলে পুনরায় টাকা চাইতে আসলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়।